প্রথম আলো
Date:20-08-2014 Page 03, Col 5-7 Size: 15 col*inc

সংসদে প্রতিনিধিত্ব বাড়লেই নারীর ক্ষমতায়ন হয় না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেই নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর উন্নয়ন ঘটে বলে আগে যে ধারণা চালু ছিল, তা নিয়ে বর্তমানে বিশ্বজুড়েই সংশয় দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

অর্থনৈতিক সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার, তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রয়োজনীয় আইন না থাকলে সেই অর্থে নারীর উন্নয়ন সম্ভব নয় উল্লেখ করে অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। সামাজিক বিভিন্ন সূচকে নারীরা এগিয়েছে। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার সাম্য অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মতোই সামাজিক সূচকে নারীর অবস্থান ভালো হলেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আসলে কতটুকু হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অংশ হিসেবে আয়োজিত সেমিনারের মূল বক্তা হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'পোস্ট-২০১৫ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা : আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য জেন্ডার ডাইমেনশন' শীর্ষক বক্তৃতায় সাউদার্ন ভয়েস অন পোস্ট-এমডিজি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট গোলসের চেয়ার দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ২০১৫ সালের পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস-এসডিজি নির্ধারণে জেন্ডারের বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী কোন ধরনের বিতর্ক হচ্ছে, সেসব তুলে ধরেন। এমডিজিতে জেন্ডার সাম্য অর্জনে বিশ্ব, দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সূচকও তিনি তুলে ধরেন।

দেবপ্রিয় আরও বলেন, জাতিসংঘে আলোচনায় এমডিজি-পরবর্তী বা এসডিজিতে নারীর প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার এবং নারী নির্যাতনের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে এ দুটি বিষয়ে এখনো বিতর্ক চলছে। প্রজননস্বাস্থ্য অধিকারের বিষয়টিতে অনেক দেশ আপত্তি দিচ্ছে। আবার নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা কী হবে, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় বা কোন পর্যায়ের নির্যাতনকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রসঙ্গে বলেন, কাঠামো পরিবর্তন না করে কাউকে কোনো জায়গায় বসিয়ে দিলেও সে অর্থে উন্নয়ন সম্ভব নয়। কেননা যে বসছে, সে সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই কাজ করছে।

সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান তানিয়া হক। আলোচনায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সাবেক জ্যেষ্ঠ রিসার্চ ফেলো প্রতিমা পাল মজুমদার বলেন, বাংলাদেশে এমডিজিতে জেন্ডারের ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অর্জন ভালো। তবে এ অর্জন সংখ্যাগত, গুণগত নয়।

আলোকিত বাংলাদেশ
Date:20-08-2014 Page 03, Col 6-7 Size:3 Col*Inc

ঢাবির সেমিনারে বক্তারা

দেশে নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে

● ঢাবি প্রতিনিধি

আমরা মুখে মুখে নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বলি কিন্তু বাস্তব চিত্রে তারা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। দেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটি মোটামুটি বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনিকভাবে তারা পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) সুফিয়া কামাল সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে 'পোস্ট-২০১৫ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা : আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য জেন্ডার ডাইমেনশনস' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। আলোচক ছিলেন ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী এবং বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. প্রতিমা পাল মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপারসন তানিয়া হক।

আমাদের অর্থনীতি
Date:20-08-2014 Page 02, Col 7-8 Size:8 Col*Inc

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার সাম্যে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক : অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। সামাজিক বিভিন্ন সূচকে নারী এগিয়েছে। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার সাম্য অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আগে মনে করা হতো জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেই নারীর ক্ষমতায়ন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন ঘটে। তবে বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপীই সংশয় দেখা দিয়েছে। একইভাবে সামাজিক সূচকে নারীর অবস্থান ভালো হলেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আসলে কতটুকু হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সুফিয়া কামাল সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মিলনায়তনে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ২০১৫ সালের পর এমডিজি বা পোস্ট এমডিজিতে জেন্ডারের বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী কোনো ধরনের বিতর্ক হচ্ছে, সেসব তুলে ধরেন। এমডিজিতে জেন্ডার সাম্য অর্জনে বিশ্ব, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সূচক তুলে ধরেন তিনি। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, জাতিসংঘে উচ্চপর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় পোস্ট এমডিজিতে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার এবং নারী নির্যাতনের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি।

তার মতে, অর্থনৈতিক সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার, তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রয়োজনীয় আইন না থাকলে সে অর্থে নারীর উন্নয়ন সম্ভব হবে না। সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রসঙ্গে বলেন, কাঠামো পরিবর্তন না করে কাউকে কোনো জায়গায় বসিয়ে দিলেও সে অর্থে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মুক্ত বাংলার প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
Date:20-08-2014 Page: 02, Col 5-5 Size 06 Col*Inc

সেমিনারে বক্তারা নারীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার দরকার

ঢাবি প্রতিনিধি : নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের সমান অংশগ্রহণের অধিকার দেয়া। তাহলে তারাও দেশের উন্নয়নে সমান অবদান রাখতে পারবেন। বর্তমানে নারীরা দেশে সকল কর্মসংস্থানে কাজকর্ম করলেও তাদের কাজের সামাজিকভাবে সঠিক মূল্যায়ন পান না। তাদের স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হয় না।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটরিয়ামে সুফিয়া কামাল সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে 'ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা : আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য জেন্ডার ডাইমেনশন্স' শীর্ষক সেমিনারের প্রধান বক্তা বক্তব্যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন্স এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এ সেমিনারের আয়োজন করেন। উইমেন্স এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন তানিয়া হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন ও এমিরেটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন ইনস্টিটিউটের (বিআইডিএস)-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. প্রতিমা পাল মজুমদার প্রমুখ।

তারা বলেন, এবার এইচএসসির ফলাফলে নারীরা সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও তাদের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়নি। বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীরা আজো অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। অথচ উন্নত রাষ্ট্রগুলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:20-08-2014 Page 02 Col 1-1 Size 06 Col*Inc

Seminar on gender dimensions held at DU

DU CORRESPONDENT

A seminar on 'Post-2015 International Development Agenda: Understanding the Gender Dimensions' was held at Mozaffar Ahmed Chowdhury auditorium of Dhaka University in the city on Tuesday.

Women and Gender Studies Department organised the seminar.

Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Center for Policy Dialogue (CPD), delivered a keynote speech at the event.

Citing the importance of woman's role, he said, "Half the world's population (49.6 per cent) is women and they constitute almost 40 per cent of the total labor force."

He said that around 70 percent women are extremely poor and they are economically and socially most vulnerable.

"If we want to achieve other development goals, we should ensure gender equality," he said. DU Women and Gender Studies Department Chairman Tanian Hoque presided over the programme.

Among others, Emeritus Professor Dr Najma Chowdhury and Senior Research Fellow of BIDS Dr Pratima Paul Majumder were present on the occasion.

দৈনিক
দিনকাল
Date: 20-08-2014 Page 03, Col 2-3 Size: 8 Col*Inc

নারী শিক্ষায় পাসের হার বাড়লেও গুণগত মান বাড়েনি : এমিরেটাস নাজমা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার, দিনকাল

এবারের এইচ এস সি ফলাফলে নারীরা সংখ্যাগত দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও তাদের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় নি। বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীরা আজো অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। অথচ উন্নত রাষ্ট্রগুলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেশি জোর দিতে হবে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের কি নোটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজের প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান এমিরেটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফ্ফর হোসেন চৌধুরী অডিটরিয়ামে "ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা: আন্ডারস্টেন্ডিং দ্যা জেন্ডার ডাইমেনশান্স" শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এই সেমিনারের আয়োজন করে। তিনি আরো বলেন, মেয়েদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তারা অর্থনৈতিকভাবে ও জ্ঞানগত দিক থেকে অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। সরকার নারীদের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহী করণের লক্ষে নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে। তবুও নারীরা এগুতে পারছে না। এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা দায়ী বলে মন্তব্য করেন তিনি। নারীর ক্ষমতায়নের বড় একটি দিক হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। আমাদের দেশের নারীদের সে দিকটি মোটামুটি বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে। মূলত নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে শুধু রাজনৈতিক নয় প্রশাসনিক ক্ষমতায়নও বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. তানিয়া হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিআইডিএসের সিনিয়র রিচার্সার ফেলো অধ্যাপক ড. প্রতিমা পাওল মজুমদার।

মানবজমিন
Date: 20-08-2014 Page: 20, Col: 1-2 Size: 5 Col*Inc

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রশাসনিক নজর বাড়াতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার: সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, আমরা মুখে মুখে নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বলি কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তারা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। দেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটি মোটামুটি বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনিভাবে তারা অনেক পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। তবেই কিছুটা পরিবর্তন করা সম্ভব। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে শুধু রাজনৈতিক নয় প্রশাসনিক ক্ষমতায়নও বাড়াতে হবে। গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ড. দেবপ্রিয় আরও বলেন, দেশে মেয়েদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তারা অর্থনৈতিক ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে আছে। সরকার নারীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহীকরণের লক্ষ্যে নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছে। তবুও নারীরা এগোতে পারছে না। এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে সেমিনারটি হয়। বিভাগের চেয়ারপার্সন তানিয়া হকের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমিরেটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী এবং বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. প্রতিমা পাল মজুমদার।

সমকাল
Date:20-08-2014 Page 17 Col 1-1 Size:08 Col*Inc

সামাজিকভাবে সঠিক মূল্যায়ন পান না নারীরা

——— ড. দেবপ্রিয়

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

'নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের সমান অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া। তাহলে তারাও দেশের উন্নয়নে সমান অবদান রাখতে পারবেন। বর্তমানে নারীরা দেশে সব ক্ষেত্রে কাজ করলেও তাঁরা সামাজিকভাবে সঠিক মূল্যায়ন পান না। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা : আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য জেন্ডার ডাইমেনশন্স' শীর্ষক সেমিনারে সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ সুফিয়া কামাল সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে আয়োজিত ওই সেমিনারের প্রধান বক্তা ছিলেন ড. দেবপ্রিয়।

উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপারসন তানিয়া হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন ইনস্টিটিউটের (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. প্রতিমা পাল মজুমদার প্রমুখ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, এবার এইচএসসির ফলে নারীরা সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও তাদের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি। বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীরা আজও অনেক বেশি পিছিয়ে আছে।

অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী বলেন, মেয়েদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু তারা অর্থনৈতিকভাবে ও জ্ঞানগত দিক থেকে অনেক বেশি পিছিয়ে আছে।

প্রতিমা পাল মজুমদার বলেন, বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে নারীরা এখন অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

সকালের খবর
Date: 20-08-2014 Page: 02, Col 1-2 Size: 10 Col*Inc

সম্পত্তিতে সমঅধিকার ছাড়া নারী উন্নয়ন সম্ভব নয় : দেবপ্রিয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) ফেলো অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার, তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রয়োজনীয় আইন না থাকলে সে অর্থে নারীর উন্নয়ন সম্ভব হবে না। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সুফিয়া কামাল সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূল বক্তার বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারটিতে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, আগে মনে করা হতো জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেই নারীর ক্ষমতায়ন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি ঘটে। তবে বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপীই সংশয় দেখা দিয়েছে। একইভাবে সামাজিক সূচকে নারীর অবস্থান ভালো হলেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আসলে কতটুকু হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কাঠামো পরিবর্তন না করে কাউকে কোনো জায়গায় বসিয়ে দিলেও সে অর্থে উন্নয়ন সম্ভব নয়। কেননা, যে বসছে সে সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই কাজ করছে। সেমিনারে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ২০১৫ সালের পর এমডিজি বা পোস্ট এমডিজিতে জেন্ডারের বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী কোন ধরনের বিতর্ক হচ্ছে, সেসব তুলে ধরেন। এমডিজিতে জেন্ডার সাম্য অর্জনে বিশ্ব, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সূচক তুলে ধরেন তিনি। এ সময় তিনি জাতিসংঘে উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় পোস্ট এমডিজিতে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার এবং নারী নির্যাতনের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি বলেও উল্লেখ করেন।

উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান তানিয়া হকের সঞ্চালনায় সেমিনারে এ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নাজমা চৌধুরী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সাবেক জ্যেষ্ঠ রিসার্চ ফেলো প্রতিমা পাল মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।